

মান্দ্রিভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম

## যশোরে বই পায়নি চার সহস্রাধিক শিক্ষার্থী

যশোর ব্যুরো

বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই দেয়ার কথা থাকলেও যশোরে শিক্ষাবর্ষের সাড়ে চার মাসে প্রাক-প্রাথমিকের প্রায় সাড়ে চার হাজার শিক্ষার্থী বই পায়নি। মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় পড়াশোনা করা এ শিক্ষার্থীদের বই না দেয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

ফটোকপি করে অনেক স্কুলের কার্যক্রম চলছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, তাদের বই এখনও ছাপার কাজ চলছে। এ মাসের শেষ দিকে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেয়া সম্ভব হবে।

সূত্র মতে, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের আদলে ৯০-এর দশকে যশোরে চালু হয় মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অধীনে এ শিক্ষা কার্যক্রম প্রথমে অল্প পরিসরে শুরু হলেও বর্তমানে সারা দেশে ১ হাজার মন্দিরে এ শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে। যশোর জেলার ৮টি উপজেলায় বর্তমানে এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৩৯টি। যার মধ্যে ১৩৪টি শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য এবং অবশিষ্ট ৫টি বয়স্কদের জন্য। প্রতিটি কেন্দ্রে ৩০ জন শিক্ষার্থী হিসেবে মোট শিক্ষার্থীর

সংখ্যা ৪ হাজার ১৭০ জন। যার মধ্যে চার হাজার শিশু শিক্ষার্থী রয়েছে। চার থেকে ছয় বছরের শিশু শিক্ষার্থীরা এখানে তাদের শিক্ষাজীবন শুরু করে। সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী জানুয়ারির প্রথম দিনটিতে সব শিক্ষার্থীর হাতে নতুন বই তুলে দেয়ার কথা। কিন্তু সাড়ে চার মাস পার হলেও এসব শিক্ষার্থী এখনও বই পায়নি। কোথাও কোথাও পুরাতন বই আবার কোথাও বইয়ের ফটোকপি করে চালানো হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। কবে নাগাদ নতুন বই পাওয়া যাবে তার কোনো সন্দেহ দিতে পারছেন না শিক্ষক বা কর্মকর্তারা।

এ বিষয়ে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমে যশোরের উপপরিচালক বিপ্লব কুমার মণ্ডল জানিয়েছেন, প্রাথমিকের অন্য শিক্ষার্থীদের মতো তাদের এবার জেলা শিক্ষা অফিস থেকে বই দেয়ার কথা ছিল। এ সংক্রান্ত একটি চিঠি হিন্দুকম্প্যাগ ট্রাস্ট থেকে তাদের দফতরে আসে। এ চিঠি জেলা শিক্ষা অফিসে দিলেও তাদের বই দেয়া হয়নি। পরে তারা উর্ধ্বতন মহলে বিষয়টি জানান। সেখানে থেকে এখনও বই আসেনি। তারা শুনেছেন বই এখন ছাপা হচ্ছে। এ মাসের শেষে শিক্ষার্থীরা নতুন পাঠ্যপুস্তক পাবে।